দর্শনায় মাদকবিরোধী অভিযানে ব্যবসায়ী ও সেবনকারীসহ ৪ জন গ্রেপ্তার

দর্শনায় মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ব্যবসায়ী ও সেবনকারীসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার তিন মাদকসেবীর ডোপ টেস্টে রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। পরে তাদের এবং এক মাদক ব্যবসায়ীকে সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে হাজির করা হলে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

পুলিশ জানায়, গত বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নজরুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে থানার এসআই মোল্যা আরিফুল ইসলাম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা পৌরসভার আজিমপুর মাঠপাড়া সংলগ্ন জনৈক নাসিরের কলাবাগানে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় কলাবাগান থেকে মাদক সেবনের অপরাধে নাসির হোসেন (৪৫) ও আব্দুল ওদুদ (৫০) নামের দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার নাসির হোসেন দর্শনা পৌরসভার আজিমপুর গ্রামের বাসিন্দা ও আরফান মিয়ার ছেলে। আব্দুল ওদুদ একই গ্রামের বাসিন্দা ও আলী হোসেনের ছেলে।

শুক্রবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে দর্শনা থানাধীন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের খাড়াগোদা গ্রামে পৃথক আরেকটি মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় বসতবাড়ির সামনে পাকা রাস্তার ওপর মাদক সেবনকালে মাসুদ রানা নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি খাড়াগোদা গ্রামের বাসিন্দা ও সানোয়ার হোসেনের ছেলে।

এ ছাড়া শুক্রবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে দর্শনা পৌরসভার মোবারকপাড়ায় জনৈকা রেশমার মুদি দোকানের সামনে পাকা রাস্তার ওপর মাদকসহ অবস্থানকালে স্থানীয় লোকজন সোনা মিয়া (৩৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করে পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তার দেহ তল্লাশি করে পরিহিত কালো গেঞ্জির বুক পকেটে থাকা সাদা পলিথিনে মোড়ানো ২টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে তাকে

গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তার সোনা মিয়া দর্শনা পৌরসভার জয়নগর গ্রামের বাসিন্দা ও আজিবর হোসেনের ছেলে।

পরে নাসির হোসেন, আব্দুল ওদুদ ও মাসুদ রানাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে ডোপ টেস্ট করানো হলে তাদের রিপোর্ট পজিটিভ আসে।

পরবর্তীতে আসামিদের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের জন্য বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত)-এর আদালতে হাজির করা হয়। আদালত সোনা মিয়াকে ১ বছরের কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ১ মাসের কারাদণ্ড দেন।

নাসির হোসেন, আব্দুল ওদুদ ও মাসুদ রানাকে প্রত্যেককে ২ মাসের কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। অর্থদণ্ড অনাদায়ে প্রত্যেককে আরও ৭ দিনের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযানে ১৩ জন গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় পৃথক মাদকবিরোধী অভিযানে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, গাঁজা ও মাদক সেবনের সরঞ্জামসহ ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে থানা পুলিশ। তাদের মধ্যে ছয়জনকে সামারি ট্রায়ালের জন্য আদালতে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া দুটি মাদক মামলার চারজন, পুলিশ আইনে একজন এবং দুটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত আসামিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার রাত থেকে গত বুধবার ভোর পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন আলমডাঙ্গা উপজেলার গড়গড়ি গ্রামের ফয়সালের ছেলে শুভ আলী খান (২১), মেহেরপুরের রাজনগর গ্রামের সেলিম আলীর ছেলে রাসেল রানা (৩০), রাজনগর শেখপাড়ার আলাউদ্দিনের ছেলে অন্তর

আলী (২৩), গোবিন্দপুর হরিতলার কার্তিক সাধুখাঁর ছেলে শুভংকর সাধুখাঁ (২১), জেহালা মিলপাড়ার মোহন চৌধুরীর ছেলে রাসেল চৌধুরী (২৯), আসমানখালী নান্দবার মাঠপাড়ার আলিম মিয়ার ছেলে হাবিবুর রহমান (৩৩), গড়গড়ি গ্রামের পালপাড়ার গোলাম খানের ছেলে হাসান (৩৭), মুন্সিগঞ্জ গ্রামের স্টেশনপাড়ার আনছার আলীর ছেলে শান্ত (৩৩), জেহালা অঘোরনাথপাড়ার মিজানুর রহমানের ছেলে মুজিবুর রহমান ওরফে লাল মিয়া (৩২), একই গ্রামের জালাল উদ্দিনের ছেলে সজল হোসেন (৩০), গোপালদিয়াড় গ্রামের মৃত মাহমুদ আলীর ছেলে শাহিদুল ইসলাম (৩২), নান্দবার গ্রামের নাসির উদ্দিনের ছেলে নুরুল ইসলাম
(৬০) এবং একই গ্রামের রিন্টু (৩৫)।

পুলিশ জানায়, পাঁচকমলাপুর পুলিশ ক্যাম্পের এসআই মো. ইমরান হাসানের নেতৃত্বে খাদিমপুর ইউনিয়নের বানাতখাল মোড়ে অভিযান চালিয়ে শুভ আলী খান, রাসেল রানা ও অন্তর আলীকে ৮টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করা হয়। অপরদিকে, এসআই শাহরিয়ার হুসাইন রুবেলের নেতৃত্বে পৌরসভার মিয়াপাড়ায় অভিযান চালিয়ে শুভংকর সাধুখাঁকে ১০ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করা হয়।

একই রাতে মুন্সিগঞ্জ পুলিশ ক্যাম্পের এসআই মানিক কুমার শিকদার জেহালা মিলপাড়ায় অভিযান চালিয়ে রাসেল চৌধুরীর বাড়ি থেকে মাদক সেবনের বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করে তাকে গ্রেপ্তার করেন। এছাড়া বড়গাংনী পুলিশ ক্যাম্পের এসআই সৈয়দ আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে নান্দবার মাঠপাড়ায় অভিযান চালিয়ে হাবিবুর রহমানকে ৫টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ হাতেনাতে আটক করা হয়।

এ ছাড়া চলমান মাদক মামলায় হাসান, শান্ত, মুজিবুর রহমান (লাল মিয়া) এবং সজল হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পৃথক অভিযানে একাত্তর মোড় এলাকা থেকে শাহিদুল ইসলামকে পুলিশ আইনে আটক করা হয়। একই সময়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত নুরুল ইসলাম ও রিন্টুকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ট্যাপেন্টাডল ও গাঁজাসহ গ্রেপ্তার হওয়া শুভ আলী খান, রাসেল রানা, অন্তর আলী, শুভংকর সাধুখাঁ, রাসেল চৌধুরী এবং হাবিবুর রহমানকে সামারি ট্রায়ালের জন্য আদালতে পাঠানো হয়েছে।
আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান নিয়মিত চলছে। মাদক বিক্রি, বহন, সেবন বা কারবারে জড়িত কাউকে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। অপরাধীদের

বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।”

কুষ্টিয়ায় এক বছরে ১৮৮৪টি মাদকবিরোধী অভিযান, গ্রেপ্তার ১১১০ জন

মাদক শুধু একটি অবৈধ দ্রব্য নয়, এটি একটি নীরব ঘাতক। যা ধীরে ধীরে গ্রাস করে একজন মানুষের বিবেক, পরিবার, ভবিষ্যৎ এবং সমাজকে। একসময় যে তরুণের হাতে থাকার কথা ছিল বই, কলম কিংবা কর্মের হাতিয়ার, সেই হাতেই দেখা যায় মাদকের ভয়াল থাবা। আর এর পরিণতিতে ভেঙে যায় পরিবার, বাড়ে অপরাধ, নষ্ট হয় সম্ভাবনাময় জীবন। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মতো কুষ্টিয়াও দীর্ঘদিন ধরে মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় মাদক পাচারকারীদের কাছে কুষ্টিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ রুট হিসেবে বিবেচিত। তবে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিরলসভাবে কাজ করছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।
প্রতি বছর ২৬ জুন পালিত হয় মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস। জাতিসংঘ ঘোষিত এই দিবসের মূল লক্ষ্য হলো মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা।
এই দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই শুধু সরকারের নয়, এটি প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব। কারণ একটি মাদকাসক্ত মানুষ শুধু নিজের ক্ষতি করে না, ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র।
মাদকের বিরুদ্ধে চলমান অভিযানে গত এক বছরে কুষ্টিয়া জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। জুলাই ২০২৫ থেকে জুন ২০২৬ পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন এলাকায় পরিচালিত অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার, সহস্রাধিক আসামি গ্রেপ্তার এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মামলা দায়ের করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, কুষ্টিয়া সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় মাদক পাচারকারীরা বিভিন্ন সময়ে এই অঞ্চলকে রুট হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। তবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন, পুলিশ, বিজিবি এবং অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী

যায়। আচরণগত পরিবর্তন, পড়াশোনায় অমনোযোগ, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং নতুন কিছু সন্দেহজনক বন্ধুত্ব মাদকাসক্তির প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে।
তাই পরিবারকে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সন্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং নিয়মিত খোঁজখবর রাখা মাদক প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
সাফের নির্বাহী পরিচালক আবদুর রাজ্জাক বলেন, মাদকমুক্ত সমাজ গঠন কোনো একদিনের কাজ নয়। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি সংগ্রাম। তবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর অবস্থান, প্রশাসনের সমন্বিত উদ্যোগ, গণমাধ্যমের সচেতন ভূমিকা এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকলে একটি সুস্থ, সুন্দর ও মাদকমুক্ত কুষ্টিয়া গড়ে তোলা সম্ভব। মাদকবিরোধী এই সংগ্রামে প্রত্যেকের অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনই হতে পারে আগামী প্রজন্মের জন্য সবচেয়ে বড় উপহার। একটি মাদকমুক্ত পরিবার, একটি মাদকমুক্ত সমাজ এবং একটি মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়াই হোক আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবসের অঙ্গীকার।

দামুড়হুদায় মাদকবিরোধী অভিযানে তিনজন গ্রেফতার

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ছোটদুধপাতিলা গ্রামে পরিচালিত মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানে এক ব্যবসায়ীসহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন ছোটদুধপাতিলা গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে বোরহান (২৬), জিয়াউর রহমানের ছেলে শামিম কবির ফরহাদ (২৮) এবং মৃত মনিরুল ইসলামের ছেলে সোহাগ মিয়া (৩৪)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপারের দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে জেলা জুড়ে চলমান মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানের অংশ হিসেবে শনিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১০টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানকালে ছোটদুধপাতিলা গ্রামে বোরহানের বসতবাড়ি থেকে মাদক সেবনরত অবস্থায় তাদের গ্রেফতার করা হয়। এ সময় বোরহানের কাছ থেকে

৪০ পিস ইয়াবা, ফরহাদের কাছ থেকে ১০ পিস ইয়াবা এবং সোহাগ মিয়ার কাছ থেকে প্রায় ৪০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। রোববার তাদের চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, “পুলিশ সুপারের নির্দেশে আমি নিজে উপস্থিত থেকে এ অভিযান পরিচালনা করেছি। মাদক নির্মূলে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে।”

আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযানে ইয়াবাসহ যুবক গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযানে ১০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গত শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের মহেশপুর-গৌরীহৃদ সড়কে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আটক যুবকের নাম মো. মাসুদ অরুন(২২)। তিনি মহেশপুর গ্রামের মো. সিরাজুল ইসলামের ছেলে।

পুলিশ জানায়, আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মাসুদুর রহমান পিপিএম এর নেতৃত্বে এসআই (নিঃ) মো. হাফিজুল ইসলাম এর নেতৃত্বে হাটবোয়ালিয়া পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল নিয়মিত টহল ও মাদকবিরোধী অভিযানে নামে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কলাবাগানের সামনে পাকা রাস্তার ওপর অভিযান চালিয়ে মাসুদ অরুনকে আটক করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে ১০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করে পুলিশ।

ওসি মাসুদুর রহমান জানান, আটক যুবকের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা (নং–০৫, তারিখ–০৪/১০/২০২৫) দায়ের করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত

থাকবে।

স্থানীয়দের মতে, ওই এলাকায় কিছুদিন ধরে মাদক লেনদেন বেড়ে যাওয়ায় পুলিশি তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। তারা পুলিশের এ ধরনের অভিযানকে স্বাগত জানিয়েছেন।

মেহেরপুরে মাদকবিরোধী অভিযানে দুইজনকে কারাদণ্ড

মেহেরপুর শহরের ঘোষপাড়ার পিছনে ভৈরব নদের কিনারে মাদক বিক্রির অভিযোগে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে মোবাইল কোর্ট অভিযান চালায়। এ সময় দুই ব্যক্তিকে আটক করে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, শহরের নতুন পাড়ার রবিউল ইসলামের ছেলে রুবেল ইসলাম এবং একই এলাকার মমিন শেখের ছেলে কামরুজ্জামান।

মোবাইল কোর্টে দোষ স্বীকারের পর রুবেল ইসলামকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(৫) ধারা অনুযায়ী ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়। একই ধারায় কামরুজ্জামানকে ২ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা প্রদান করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: খায়রুল ইসলাম। এ সময় মাদক বিক্রির আস্তানাও ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গায় জেলা গোয়েন্দা

শাখার মাদকবিরোধী অভিযানে আটক ২

চুয়াডাঙ্গায় ১৫০ অ্য্যম্পুল নেশার ইঞ্জেকশনসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে। আজ রবিবার চুয়াডাঙ্গা সদরের দৌলাৎদিয়াড় চুনুরিপাড়ায় জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) শাখা মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে আটক করে।

জানাগেছে, বর্তমানে পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানের অংশহিসেবে জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফেরদৌস ওয়াহিদ এর নেতৃত্বে এসআই ওহিদুল ইসলাম বিপিএম, এএসআই আবু আল-ইমরানসহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে দৌলতদিয়াড় চুনরিপাড়ায় নিজ বাড়ি থেকে খোকনকে (৫০) আচক করা হয়।

খোকন দৌলাৎদিয়ার চুনুরিপাড়ার মৃত বদর উদ্দিনের ছেলে।

পরে সদরের তালতলা প্রাইমারি স্কুল পাড়া শহিদুল ইসলামকে (৪০) আটক করা হয়। শহিদুল ইসলাম ওই গ্রামের মৃত আব্দুল বারেক আলীর ছেলে। সেসময় তার হেফজত থেকে ১৫০ পিস অ্যাম্পুল ইঞ্জেকশন উদ্ধার করা হয়। আটককৃত আসামীদের বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ফেনসিডিল উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ কর্তৃক মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৩৩ (তেত্রিশ) বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা দিকনির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা থানা এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান

পরিচালিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোঃ আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে এসআই (নিঃ)/ কৃপা সিন্ধু মৃধা সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ চুয়াডাঙ্গা থানা এলাকায় মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনাকালে গত বুধবার রাত এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা পৌরসভাধীন ঝিনাইদহ বাসস্ট্যান্ড এ অবস্থিত ডিলাক্স নামক বাস কাউন্টারের সামনে পৌঁছালে পলাতক আসামী মোঃ আব্দুর রউফ ওরফে রব (৪৫), পিতা- মোঃ আনোয়ার হোসেন, সাং-দিগড়ী ইসলামপুর (ডোমচারা), থানা ও জেলা-চুয়াডাঙ্গা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ৩৩ (তেত্রিশ) বোতল ফেন্সিডিল ফেলে পালিয়ে যায় এবং উক্ত ফেনসিডিল পুলিশ উদ্ধার করে।

পলাতক আসামীর বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু হয়।

চুয়াডাঙ্গা মাদকবিরোধী অভিযানে ফেনসিডিল সহ আটক ১

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) কর্তৃক মাদক বিরোধী অভিযানে ৫৩ (তিপ্পান্ন) বোতল ফেন্সিডিল ও মাদক বহনকারী মোটরসাইকেল সহ এক জনকে গ্রেফতার করেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখা।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা দিকনির্দেশনায় জেলা পুলিশের সকল ইউনিটে একযোগে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) কর্তৃক মাদক বিরোধী অভিযানে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ মোঃ ফেরদৌস ওয়াহিদ নেতৃত্বে এসআই (নিঃ) শিহাব উদ্দিন, এসআই(নিঃ) সাজ্জাদ হোসেন, এসআই(নিঃ)সুমন্ত বিশ্বাস, এসআই(নিঃ) মুহিদ হাসান, এএসআই(নিঃ) রমেন কুমার,এএসআই(নিঃ) রজিবুল হক জেলা গোয়েন্দা শাখার ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযানে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে নয়টার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন ভিমরুল্লা নতুন শাহী মসজিদের সামনে দামুড়হুদা টু

চুয়াডাঙ্গাগামী পাকা রাস্তার উপর হতে ধৃত আসামী দামুড়হুদা থানার কুতুবপুর মাঝেরপাড়ার মৃত তোফাজ্জেল হোসেনের ছেলে আসামি মোঃ ওয়ালিদ হোসেন(৪২) গ্রেফতার পূর্বক আসামীর হেফাজত হতে অবৈধ মাদকদ্রব্য ৫৩ (তিপ্পান্ন) বোতল মাদকদ্রব্য ফেন্সিডিল, যার মূল্য অনুমান-১,০৬,০০০ টাকা ও মাদক বহনকারী লাল-কালো রংয়ের Discover-125cc মোটরসাইকেল উদ্ধার পূর্বক জব্দ করে।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়।

মেহেরপুরে মাদকবিরোধী অভিযানে পিতা-পুত্রসহ আটক-৩

মেহেরপুরে এক মাদক বিরোধী অভিযানে পিতা-পুত্র সহ ৩ জনকে আটক করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি দল।

আটককৃতরা হলো মেহেরপুর নতুন পোস্ট অফিস পাড়ার মৃত ইউনুস খাঁর ছেলে জনি খাঁ (৪০) তার ছেলে শিশির (২২) ও গোরস্থান পাড়ার আবু হানিফের ছেলে আমিনুল ইসলাম ওরফে এ্যামি(৪৮)।

আজ বুধবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হাসেমের নেতৃত্বে একটি দল মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর গ্রাম থেকে তাদের আটক করে। এসময় তাদের কাছ থেকে ১৭ গ্রাম হেরোইন এবং মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত ডিসকভার মোটরসাইকেল উদ্ধার ও জব্দ করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে পরিদর্শক আবুল হাশেম বলেন, ‘উদ্ধারকৃত মাদকের বাজার মূল্য প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করে আটককৃতদের মেহেরপুর সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।’